যুগান্তর

তারিখ [illegible] JUL 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

যুগান্তর

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

ম্যানেজিং কমিটিকে ফি নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে বিধিমালা জারি

যুগান্তর রিপোর্ট

ভর্তি ও টিউশন ফি নির্ধারণের ক্ষমতা ম্যানেজিং কমিটিকে দিয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনায় বিধিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এটি প্রকাশ করা হয়েছে। হাইকোর্টে করা একটি রিটের রায়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। এর

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ম্যানেজিং কমিটিকে ফি নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একটি কপি আদালতেও দাখিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নতুন এই বিধিমালার নাম দেয়া হয়েছে 'বিদেশি কারিকুলামে পরিচালিত বেসরকারি বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৭।' বাংলাদেশে বিদেশি কারিকুলামে যেসব স্কুল পরিচালিত হয় মূলত সেগুলোই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নামে পরিচিত।

হাইকোর্টে উল্লিখিত রিটটি দায়ের করেছিলেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্যারেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাভেদ ফারুক। এ প্রসঙ্গে শনিবার তিনি যুগান্তরকে বলেন, আমাদের মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতিমালা হয়েছে। এর একটি কপি আদালতেও দাখিল করা হয়েছে। এক সময় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ব্যাপারে কোনো নীতিমালা ছিল না। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই নীতিমালা করা হয়েছে। আমরা এতে সন্তুষ্ট। কারণ ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবক প্রতিনিধি থাকবেন। তাছাড়া বিধিমালায় এক বছরে বিভিন্ন ধরনের ফি সর্বোচ্চ কত বাড়ানো যাবে তা বলা আছে।

তবে এই সমিতির আরেক নেতা অ্যাডভোকেট আমিনা রত্না নিজের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে বলেন, আমরা চেয়েছিলাম টিউশন ফি নির্ধারণ করে দেবে সরকারি কোনো সংস্থা। কিন্তু বিধিমালায় এটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবক প্রতিনিধি রাখা বা ১০ শতাংশের বেশি ফি না বাড়ানো নির্দেশনা এখনই অমান্য হচ্ছে।

নীতিমালায় অনধিক ১১ সদস্যের ম্যানেজিং কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে ২ জন করে ৪ জন অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি থাকবেন। সদস্য সচিব হবেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক। বাকি ৬ জন স্কুলের উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে থাকবেন।

নীতিমালায় দেশে ৯ ধরনের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চিহ্নিত করা হয়। এতে স্কুলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর আলাদা নিবন্ধন ফি কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এসব স্কুলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) অথবা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা যাবে। স্কুলগুলোতে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন কোনো পাঠ্যপুস্তক পড়ানো যাবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবে। এছাড়া বার্ষিক কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা আছে এতে। এতে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের বিধান নির্দেশ করতে ৬টি উপধারা যুক্ত হয়েছে। নীতিমালা দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের টিউশনসহ অন্যান্য ফি নির্ধারণ করবে ম্যানেজিং কমিটি। বছরে ১০ শতাংশের বেশি কোনো ফি বাড়ানো যাবে না। ভর্তি নবায়ন বা পুনঃভর্তির নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা যাবে না। তবে সহপাঠ কার্যক্রম বিশেষ সুবিধা এবং উন্নত মানের যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে পারবে। এজন্য ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক লিখিতভাবে অভিভাবকদের জানাতে হবে।

২০ পৃষ্ঠার বিধিমালায় ২৫টি ধারা এবং নিবন্ধনের চারটি ফরম আছে। এতে সাময়িক নিবন্ধনের বিভিন্ন সময় দেয়া হয়েছে। তবে নিবন্ধনের ৫ বছরের মধ্যে নিজস্ব ভূমি ও ভবনে স্কুল স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নির্ধারণ, সহশিক্ষা কার্যক্রম, গ্রন্থাগার, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি ও টয়লেট এবং ভর্তি ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী কোটাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে।